জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ত প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 9th Dec. 1959 { ৩০শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিয়াছেন

নতুন কিছু করো

—০—

(১)

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো;
কিম্বা চিৎপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোঁড়ো;
ঘোড়াগাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

(২)

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতি চাদর নিবারণী সভা;
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ্‌ ধরো;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

(৩)

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যায় দেখো—
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো;
বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

(৪)

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভাল আরো!
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক;
বি-এ, এম-এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

(৫)

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির,
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব;
মর্ব্বে, না হয় মার্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

আমাদের স্বাধীন ভারতে অনেক নূতন কিছু হয়েছে এবার এক সাঁওতাল শ্রমিক রমণী কর্ত্তৃক বৃহত্তম পাঞ্চেৎ বাঁধ উদ্বোধন হইল।

দামোদর উপত্যকার বৃহত্তম বাঁধ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

দেশকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য জনগণের প্রতি নেহরুর আহ্বান

পাঞ্চেৎ বাঁধের একজন সাঁওতাল নারী শ্রমিক অদ্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে জাতির উদ্দেশে পাঞ্চেৎ বাঁধ উৎসর্গ করেন। দামোদরের উপর নির্ম্মিত বাঁধসমুহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম। ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাঁধের সংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাও নারী শ্রমিকটিই স্বইচ টিপিয়া চালু করেন। বাঁধের নির্ম্মাণকালে যে সকল কর্ম্মীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন একজন পুরুষ শ্রমিক। বাঁধের উদ্বোধন উপলক্ষে সমবেত জনতার নিকট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, দেশকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে দেশবাসী যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঁধ ও বড় বড় জিনিষ নির্ম্মাণ তাহারই প্রতীক। তিনি বলেন যে, ভারতবাসী তাহাদের দেশকে পুরাতন হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করার পথে যাত্রা করিয়াছে।

নেহরু বলেন যে, পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যার পর জনসাধারণ দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়াছে। বৃহৎ কাজ আরম্ভ করার সময় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা ভুল করিতে পারি। মাঝে মাঝে বাধার সম্মুখীন হইতে পারি, কিন্তু পুনরায় কাজ করিবার শক্তি যদি আমাদের থাকে, তবে ভুলভ্রান্তিতে কিছু আসে যায় না। নেহরু বলেন, "পরস্পরের উপর দোষারোপ করা আমাদের অভ্যাস। আমরা অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া সময় নষ্ট করি, নিজেরা কিছু করি না। ফলে অনেক সময় লোক বড় বড় কাজে হাত দিতে ভয় পায়। কারণ উহাতে ঝুঁকি থাকে। সর্বদাই আমাদের ঝুঁকি লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ ঝুঁকি না লইয়া কোন দেশ কখনও বড় কিছু করিতে পারে নাই।"

নেহরু বলেন যে, ভারতকে গড়িয়া তোলা সহজ কাজ নহে। এই কঠিন কাজে বহু ঝুঁকি আছে। আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ, দেশের জনগণের অবস্থার উন্নতি করা। একমাত্র বুদ্ধিমানের মত কঠিন ও সমবায় মূলক কার্য্যের দ্বারাই উহা সম্ভব। আমি চাই সকলেই এমন মনোভাব গড়িয়া তুলুন যাহাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ গ্রহণ করিতে তাঁহারা কখনও ভীত না হন। নেহরু পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে ক্ষয়ক্ষতির ফলে জনগণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য ডি ভি সির উপর দোষারোপ করা ঠিক নহে। অন্যান্য বার অপেক্ষা এবারে বন্যার ব্যাপকতা অনেক বেশি হইয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া স্বীকার করা ভাল যে কেহ না কেহ ভুল করিয়াছে। কিন্তু বিপর্য্যয় ঘটিবার পর সকল দোষ অপরের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নহে। নেহরু বলেন যে, সাম্প্রতিক বন্যার পর সমগ্র বিষয়টি পর্য্যালোচনা জন্য গভর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। যদি কোথাও কোন পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি থাকে, তাহা সংশোধন করা হইবে। সেই কমিটির রিপোর্টের উপর ভবিষ্যৎ কার্য্যবিধি নির্ভর করিতেছে।

নেহরু বলেন যে, পাঞ্চেৎ বাঁধ পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের জনগণের মঙ্গল আনিবে। দেশের অন্যান্য স্থানেও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করা হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্যে শ্রমিকরা মহান ভূমিকা লইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক সময়ই তাহারা নিজেদের কার্য্যের ভালমন্দ অথবা দায়িত্ব জানিতে পারে না ইঞ্জিনীয়ারগণের নিকট তিনি আবেদন করেন যে, তাঁহারা যেন শ্রমিকদের সহকর্ম্মী মনে করিয়া তাহাদের বুঝাইয়া দেন যে, তাহারা দেশ গঠনের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহা হইলে

তাহারা আরও দায়িত্ব বোধের সহিত আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করিবে। নেহরু বলেন যে, ভারত সকলের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চায়। "আমরা কাহারও সহিত লড়াই করিতে চাহি না। আমাদের সংগ্রাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। একমাত্র কঠোর পরিশ্রম প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়াই দেশ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে। অনুষ্ঠানের শেষে নেহরু মোটরে করিয়া মাইথনে চলিয়া যান। রাত্রে সেখানে অবস্থান করিয়া সকালে তিনি দিল্লী রওনা হন। মাইথনে ডি ভি সি কর্ম্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বলিত একটি স্মারক-লিপি পেশ করেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহও পাঞ্চেৎ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পাঞ্চেৎ বাঁধ নির্ম্মাণেও এ পর্য্যন্ত প্রায় ২০ জন শ্রমিককে জীবন দিতে হইয়াছে।

ভারতস্থ বিদেশীদের বাসের জন্য অনুমতি লইতে হইবে

ভারতে যে সব বিদেশী বাসের জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের আগামী বৎসর ৫ই জানুয়ারী তারিখের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। তবে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির নাগরিকগণ, কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ এবং বিদেশী দূতাবাসের কর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই। নিজ অঞ্চলের রেজিষ্ট্রেশন অফিসারের নিকট হইতে এই অনুমতি-পত্র লইতে হইবে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তুদের গৃহ নির্ম্মাণ ঋণ

পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আগত যে সকল উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে রহিয়াছেন তাহাদিগকে বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ঋণ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। শিবিরে অবস্থান-কারী উদ্বাস্তুদিগকে এই ঋণ দেওয়া হইবে না। ভারত সরকার এই খাতে মোট ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবেন। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

সাঁওতালের স্বরাজ গীত

:o:

ধিক! ধিক! ধিক! বাঙ্গালী
লাজটী তোদের নাইরে
লাজটী তোদের নাই—
(তোরা) আধা চলিস্ ডাইনে তোথন
আধা চলে বাঁয় রে
আধা চলে বাঁয়।
(তোরা) বক্তিতাতে ভারী জবর
ফাটিয়ে ফেলিস গলারে
ফাটিয়ে ফেলিস গলা।

কাজের বেলা উন্টা করিস্
যায়নি মনের মলা রে
যায়নি মনের মলা।
(তিং দাঁহাতা, তিং দাঁহাতা চিকুর্)
(তোদের) কেবা ছোট, কেবা বড়,
চিন্‌তে কেবা পারে রে
চিন্‌তে কেবা পারে?
(তোরা) থেকে থেকে চড়ে বসিস্
সর্দ্দারের ঘাড়ে রে
সর্দ্দারের ঘাড়ে।
(তিং দাঁহাতা……)

স্বোরাজ, স্বোরাজ ক'রে তোরা
ক'রে বসিস্ মান রে
করে বসিস্ মান,
নিজে হাতে কেটে ফেলিস্
স্বোরাজের বাগান রে
স্বোরাজের বাগান।
(তিং দাঁহাতা......)
বিলাতী জিনিষ তোরা
ছাড়িস্ মাঝে মাঝেরে
ছাড়িস্ মাঝে মাঝে,
বিলাতী মাল আস্‌ছে কত
জাহাজে জাহাজে রে
জাহাজে জাহাজে।
(তিং দাঁহাতা......)
(তোদের) মরদ বলে দেশী লিবো
মেয়ে চায় বিলাতী রে
মেয়ে চায় বিলাতী।
লুকিয়ে তখন বিলাতী নিস্
এমনি তোদের ছাতিরে
এমনি তোদের ছাতি।
(তিং দাঁহাতা......)
(তোদের) মায়ের পেটের ভায়ের সাঁথে
মিলটা নাহি আছে রে
মিলটা নাহি আছে।
ঘরে ঘরে ঝগড়া ক'রে
যাস্ হাকিমের কাছে রে
যাস্ হাকিমের কাছে।
(তিং দাঁহাতা ......)
(তোর) ভাই করে যত খরচ
তত করিস্ তুই রে
তত করিস্ তুই।
মামলা ক'রে ভায়ে ভায়ে
হারাস্ বাবার ভুঁইরে
হারাস্ বাবার ভুঁই।
(তিং দাঁহাতা......)
তোখুন তুই ভাই কাঙ্গাল হ'য়ে
চাকরী করিস্ সার রে
চাকরী করিস্ সার।

টেরী কাটা মাথায় বহিস্
পরের পয়জার রে
পরের পয়জার।
(তিং দাঁহাতা......)
(তোদের) ঘরের গিন্নি গোঁসাই সেজে
থাকে ঘরের কোণে রে
থাকে ঘরের কোণে।
ছেলে মানুষ করে ঝিয়ে
ভাত রাঁধে বামুনেরে
ভাত রাঁধে বামুনে।
(তিং দাঁহাতা......)
পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে
টাকা আনিস্ খেটেরে
টাকা আনিস্ খেটে।
তিন ভাগ যায় সাজে গোজে
এক ভাগ দিস্ পেটেরে
এক ভাগ দিস্ পেটে।
(তিং দাঁহাতা......)
স্বোরাজ স্বোরাজ ব'লে তোরা
চেঁচাস্ খুব সভাতে রে
চেঁচ স্ খুব সভাতে
ঘরে বাইরে সব ঠাঁই রে
তোরা পরের হাতে রে
তোরা পরের হাতে।
(তিং দাঁহাতা......)
স্বোরাজ যদি দেখ্‌বি তবে
আয় আমাদের কাছেরে
আয় আমাদের কাছে।
আমরা কেমন মাদল বাজাই
বৌটি মোদের নাচে রে
বৌটি মোদের নাচে।
(তিং দাঁহাতা......)
তোরা খেদেল সোনায় গয়না পরিস্,
কত তোদের ভুলরে
কত তোদের ভুল।
মোদের গয়না ভগবান দেয়
নিত্যি নতুন ফুলরে
নিত্যি নতুন ফুল।
(তিং দাঁহাতা......)

ভারতে মোটর গাড়ী উৎপাদনের সংখ্যা

শিল্প মন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ গত ১৯শে নভেম্বর লোকসভায় জানান যে, এ বৎসর এদেশে ৩৫,৫০০০ মোটরগাড়ী উৎপাদিত হইয়াছে। গত বৎসর ২৬,৭৮৮টি মোটরগাড়ী উৎপাদিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব হেতু মোটরের যন্ত্রাংশ আমদানির ব্যাপারে কড়াকড়ি হইয়াছে বলিয়া গত বৎসর হইতে প্রয়োজনের অনুপাতে মোটরগাড়ী উৎপাদন সম্ভব হইতেছে না।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার চাষী ভাইদের প্রতি আবেদন

খাদ্য সমস্যার সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে
ছোট ছোট নলকূপের সাহায্যে নিজের চেষ্টায়
অধিক ফসল উৎপাদন করুন

সেচের ব্যবস্থা ছাড়া কৃষির উন্নতি মোটেই সম্ভবপর নয়, পশ্চিম বাংলার পক্ষেও একথা বাস্তব সত্য। দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার কৃষির ব্যাপক উন্নতির ব্যবস্থা করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে ছোটবড় সেচ ব্যবস্থার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ও কাজও অনেক এগিয়ে গিয়েছে। সকল পরিকল্পনাকে সফল ক'রতে চাই জনসাধারণের উৎসাহ ও একান্ত সহযোগিতা—এ ছাড়া সরকারের কোন পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। সরকার নানাভাবে সাহায্য ক'রবেন ঠিকই; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ কৃষির উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম ও উৎসাহের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কান্দি মহকুমার বড়ঞা থানার সংলগ্ন বীরভূম জেলার নান্নুর থানার অন্তর্গত মঙ্গলপুর গ্রামের শ্রীহেলারাম মণ্ডল। তিনি নিজ চেষ্টায় ১৫০৲ প্রতিটি নলকূপের দরুণ ব্যয় ক'রে ৩টী ৩০ ফুটের নলকূপের সাহায্যে নিজের ৪ বিঘা জমিতে জলসেচ করেন ও এই কার্য্যে মোট ৩৮৭৩৲ টাকা ব্যয় করে ৫৭৮০৲ টাকা মূল্যের ফসল উৎপাদন করেছেন। এই ব্যবস্থায় শ্রীমণ্ডল মাত্র ৪ বিঘা জমিতেই এক বৎসরে লাভ করেছেন ১৯০৭৲ টাকা। শ্রীমণ্ডলের এরূপ প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ দেখে আমাদের জেলার জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষক ভাইগণ নিশ্চয় উৎসাহিত হবেন, আশা করি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন,

আপনারা শ্রীমণ্ডলের মহৎ প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ছোট ছোট নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করুন; আপনাদের এতে যেমন লাভ হবে অনেক বেশী সঙ্গে সঙ্গে জাতির সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে বীরভূম জেলার শ্রীহেলারাম মণ্ডলের সার্থক প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবের মাধ্যমে আপনাদের অবগতির জন্য দেওয়া হইল।

জমির পরিমাণ—চার বিঘা

মূলধন নিয়োগ—৩টী নলকূপ (৩০ ফুট গভীর) মূল্য ৪৫০৲, কচুর বীজ ৬ মণ ১৫০৲, রোপা আউশ ধানের বীজ ½ মণ ৫৲, আলুর বীজ ৬ মণ ১৬৮৲, জমির সার ৭০০৲, শ্রম নিয়োগ ২,৪০০৲, মোট উৎপাদন মুল্য ৩৮৭৩৲ উৎপাদন ৩২০ মণ কচু ৩২০০৲ টাকা, পুঁই শাক ৪০০৲ টাকা, ২৪ মণ ধান ২৪০৲ টাকা, খড় ২০৲ টাকা, ২৪০ মণ আলু ১৯২০৲ টাকা, উৎপাদনের মোট বিক্রয় মূল্য ৫,৭৮০ টাকা। নীট লাভ ১৯০৭ টাকা।

ভি, এস, সি, বনার্জ্জী
জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ।

খেয়া ঘাট ও চুটকী ঘাট নিলামের বিজ্ঞপ্তি

—০—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী ইংরাজী ২২-১২-৫৯ তারিখ (মঙ্গলবার) বেলা ১২ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর এজলাসে সন ১৩৬৭ সালের জন্য জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন কিছু সংখ্যক ফেরী ঘাট ও চুটকী ঘাট উক্ত সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রকাশ্য নিলামে নির্দ্দিষ্ট সর্তাধীনে বন্দোবস্ত করা হইবে।

ফেরী ঘাটের ও চুটকী ঘাটের তালিকা ও নিলামের সর্তাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে, বিভিন্ন ভূমি সংস্কার অফিসে, বিভিন্ন থানায়, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে এবং মহকুমার অন্যান্য অফিসে দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।

স্বাক্ষর—এস, চৌধুরী
মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

শীতের দিনে-ও
ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কন্‌কনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস্‌ ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মসৃণ ও সজীব ক'রে তুলবে আর আপনার অন্তর্লীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

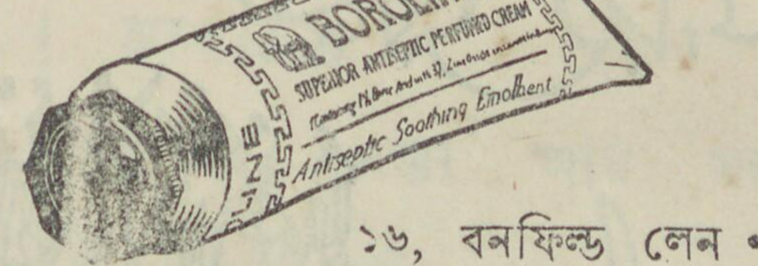

বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটফাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকের-ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

পরিবেশক: জি, দত্ত এণ্ড কোং ১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

darts/59

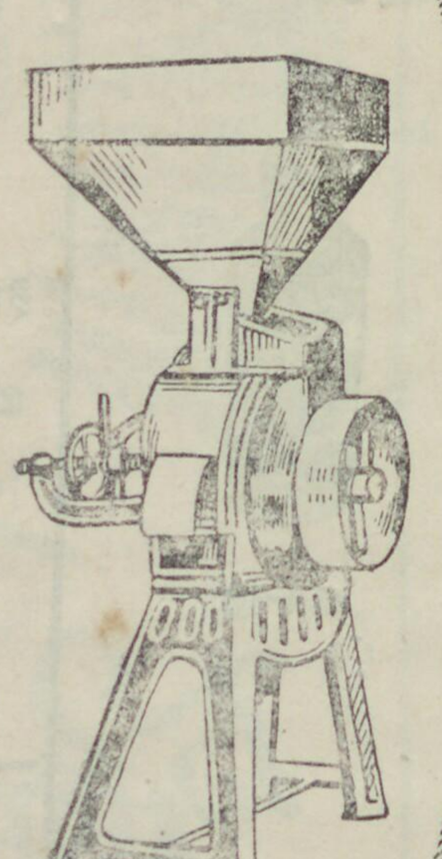

*আই, সি, আই পেইন্ট
*মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
*যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্‌
*ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

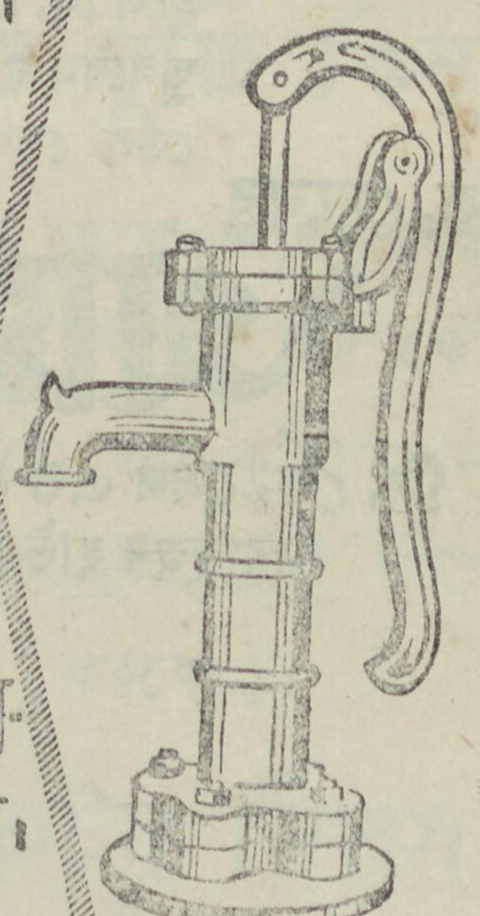

বিক্রেতা:—
কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-10

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন"   টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।